শুভ নববর্ষ ১৪৩২

বিশেষ ক্রোড়পত্র
১লা বৈশাখ ১৪৩২
SKS এসকেএস ফাউন্ডেশন

‘নব আনন্দে জাগো আজি নবরবিকিরণে’

পহেলা বৈশাখ বাঙালি জাতির জীবনে পরম আনন্দের একটি দিন। বছরের প্রথম এ আনন্দঘন দিনে সকলকে জানাই বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা। বৈশাখের আগমনে বাঙালি জীবনে বেজে উঠে নতুনের জয়গান। দুঃখ, জরা, ব্যর্থতা ও মলিনতাকে ভুলে সবাই জেগে ওঠে নব আনন্দে, নব উদ্যমে। আবহমান কাল ধরে এ উৎসবে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র জাতি জেগে ওঠে নবপ্রাণ স্পন্দনে, নতুন-অঙ্গীকারে। অতীত গ্লানিকে ভুলে বাঙালি রচনা করে সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য, আনন্দ ও ভালোবাসার মেলবন্ধন।

সময়ের পরিক্রমায় পহেলা বৈশাখ বাঙালির হৃদয়ে অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক স্মারক উৎসবে পরিণত হয়েছে। এর মাঝে বাঙালি খুঁজে পায় নিজস্ব ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও চেতনার স্বরূপ। বৈশাখ-এর সাথে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিষয়গুলো বিভিন্ন মাধ্যমে প্রদর্শন করে আমাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রানিত করা। বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও মুক্তিসাধনায় পহেলা বৈশাখ এক অবিনাশী শক্তি।

নতুন বছরের প্রথম দিনকে ঘিরে নানা ধরণের আয়োজন ছুঁয়ে যায় সকল বাঙালিকেই। বিশেষত পহেলা বৈশাখের আয়োজন বাঙালির সর্বস্তরের জনজীবনকে রাঙায়িত করে। বাঙালির ঘরে, জনজীবনে এবং আর্থ-সামাজিক ও সংস্কৃতিতে এমন উৎসব দ্বিতীয়টি নেই। রাষ্ট্র ও সমাজের সকল স্তরের মানুষের যেমন এই উৎসবের সঙ্গে থাকে গভীর যোগসূত্রতা, তেমনই সকল সম্প্রদায় ও জাতিগোষ্ঠীর মানুষও শামিল হন এ উৎসবে। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণে মঙ্গল শোভাযাত্রা, আনন্দ-উৎসব, হরেক রকম খাবার ও বাহারি সাজে বৈশাখকে বরণ করে নেয় উৎসবপ্রেমী বাঙালি।

পহেলা বৈশাখকে কেন্দ্র করে হালখাতার পাশাপাশি যাত্রাগান, পালাগান, পুতুলনাচ, অঞ্চলভিত্তিক লোকসংগীত, খেলাধুলা- সে এক বর্ণিল আয়োজন। এ উৎসবকে কেন্দ্র করে যেমন লোকজ-সংস্কৃতি প্রাণ ফিরে পায়, তেমনি দেশের অর্থনীতি তথা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমৃদ্ধ হয়, ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি আসে। নানাবিধ বর্ণিল আয়োজন মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেয় সম্প্রীতির নতুন বার্তা।

কৃষিকাজের সুবিধার্থে বাংলা সন গণনার যে সূচনা, তা কালের পরিক্রমায় সমগ্র বাঙালির কাছে অসাম্প্রদায়িক চেতনার স্মারক উৎসবে পরিণত হয়েছে। পহেলা বৈশাখ বাঙালিয়ানার প্রতিচ্ছবি। এই উদযাপন আমাদের শেকড়ের সন্ধান দেয়, এই উৎসবের মধ্য দিয়ে খুঁজে পাওয়া যায় বাঙ্গালী জাতিসত্তার পরিচয়। বিগত বছরের গ্লানি, দুঃখ-বেদনা, অসুন্দর ও অশুভকে ভুলে গিয়ে নতুন প্রত্যয়ে, নতুন উদ্যমে সামনে এগিয়ে চলার পথ দেখায় বৈশাখ।

প্রতি বছরের মতো এসকেএস ফাউন্ডেশন ১৪৩২ বাংলা নববর্ষকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত। বছরের প্রথম আলো আমাদেরকে প্রত্যয়ী করবে নতুন স্বপ্ন, প্রত্যাশা আর সম্ভাবনাকে ঘিরে। ‘বাংলা নববর্ষ ১৪৩২’ উদযাপনের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারিভাবে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে আয়োজন করা হয়েছে বর্ণিল নানা কর্মসূচি। এসকেএস ফাউন্ডেশন- এর কর্ম এলাকাসমূহে স্থানীয় প্রশাসন ও সর্বস্তরের মানুষের সাথে শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ক্রীড়া প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজন ও বাস্তবায়ন করছে। পাশাপাশি নববর্ষ উদযাপনের অংশ হিসেবে এসকেএস ফাউন্ডেশন সামাজিক ও গণমাধ্যমে প্রচার করছে বিশেষ প্রকাশনা ও অনুষ্ঠানমালা। এসব আয়োজনের মাধ্যমে কর্মসূচির আওতাধীন জনগণ ও সমাজের সকল সুধীজনকে একসূত্রে গ্রথিত করে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করতে ভূমিকা রাখবে এসকেএস ফাউন্ডেশন। নববর্ষ উপলক্ষে সারা দেশব্যাপী আয়োজিত সব আনন্দ-আয়োজনে মানুষের অংশগ্রহণ বাঙালির সামাজিক বন্ধনকে আরও দৃঢ় করবে বলে এসকেএস ফাউন্ডেশন বিশ্বাস করে।

বাংলা নববর্ষে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। ১৪৩২ সাল সবার জন্য বয়ে আনুক সুখ ও সমৃদ্ধি। মঙ্গলময় হোক আমাদের জীবন। শুভ নববর্ষ!

রাসেল আহম্মেদ লিটন
প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী প্রধান
এসকেএস ফাউন্ডেশন

এসো হে বৈশাখ, এসো, এসো

সূর্যোদয়ের সাথেই বেজে উঠে বাংলা সুর। পান্তা-ইলিশ ইত্যাদি খাওয়া আর আনন্দ-উচ্ছ্বাসে শুরু হয় বাঙালির পহেলা বৈশাখের উৎসব। বাংলা সন ও বাঙালির ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির অবস্থানে যদিও এসেছে অনেক পরিবর্তন। এখন মানুষ লেখাপড়া শিখছে। গ্রামীণ অর্থনীতির মধ্যে নানা উপাদান যুক্ত হয়ে নতুন গতিবেগ সঞ্চার হয়েছে। জীবনধারার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন ঘটেছে সামাজিক রীতিনীতি ও অভ্যাসের। এই পরিবর্তনের ফলে বাঙালির ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির উপাদান এবং জীবনযাত্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত বাংলা সনও আর এখন একাধিপত্য করতে পারছে না। বরং গ্রামজীবনের নতুন ধারা বা শহরের বাস বা বিদেশে চাকরিবাকরির সুবাদে ইংরেজি সালের ব্যবহার বেড়েছে। কিন্তু বাঙালির জাতিসত্তায় আছে বঙ্গাব্দ। বাংলা সন কিংবা বঙ্গাব্দ বাঙালির অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে আছে। বাংলা সনকে উদযাপন করা মানে নিজের অস্তিত্বকেই স্বীকার করা। নগর সংস্কৃতিতে পহেলা বৈশাখ বা নববর্ষ কেবল এক দিনের উৎসব-আনন্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও গ্রামীণ সংস্কৃতি এবং জাতীয় সংস্কৃতিতে এর প্রভাব এখনো ব্যাপক।

অনেকেই পহেলা বৈশাখে নববর্ষের উন্মাদনায় বাউল বা বৈরাগীর বেশ ধারণ করে। আবার যাদের শ্রমে, যাদের মেহনতে, যাদের ঘামে, যারা রোদে-পুড়ে, বৃষ্টিতে ভেজে, ঝড়ের সঙ্গে মাঠে লড়ে, ঝড়ঝাপটা, বন্যা-খরা-দুর্যোগ সামাল দিয়ে মাঠে ফসল ফলায়, তারাও মেতে উঠে বর্ষবরণের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে। বাংলা নববর্ষের ভেতর দিয়ে মূলত দেশের আপামর জনসাধারণ নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে লালন করে চলেছে। পহেলা বৈশাখের উৎসবের মধ্য দিয়ে এ দেশের নর-নারী এবং বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ এ ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

ব্যবসায়ীদের জন্য পহেলা বৈশাখ হলো নতুন বছরের সূচনা। তারা তাদের পুরনো হিসাব-নিকাশ বন্ধ করে, নতুন খাতা খোলেন এবং ব্যবসার সফলতা কামনা করেন। বৈশাখী মেলায় তাদের জন্য থাকে নানা ধরনের ব্যবসায়িক সুযোগ, যেখানে তারা নতুন পণ্য বাজারজাত করেন। ব্যবসায়ীরা মনে করেন, এই দিনটি তাদের পেশাকে শক্তিশালী করে তোলে এবং একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটে।

শিক্ষার্থীদের জন্য পহেলা বৈশাখ একটি রঙিন উৎসবের দিন। সাথে সাথে নববর্ষের শিক্ষামূলক দিকও রয়েছে। তারা নতুন বছরের শুরুর দিনটি নতুন আস্থার সাথে শুরু করতে চায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তারা একসাথে উৎসব আয়োজন করে। নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করে এবং পুরনো বছরের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন উদ্যমে এগিয়ে চলার স্বপ্ন দেখে।

কৃষকরা পহেলা বৈশাখকে শুধু একটি উৎসব হিসেবেই নয়, বরং তাদের পরিশ্রমের ফল লাভের হিসাব-নিকাশের দিন হিসাবেও দেখে। তারা বছরের প্রথম দিনটিকে তাদের জমির ফসলের সাফল্য কামনা করে মাঠে নেমে পড়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। নববর্ষ তাদের জন্য কাজের উৎসাহ ও নতুন প্রেরণার প্রতীক হয়ে কাজ করে।

শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীরা পহেলা বৈশাখে নিজেদের সৃজনশীলতার প্রাণবন্ত প্রকাশ ঘটিয়ে থাকেন। যাত্রা, নাটক, গান, নৃত্য, কবিতা ইত্যাদির মাধ্যমে বাঙালি সংস্কৃতিকে তুলে ধরে প্রাণের উচ্ছ্বাসে। পহেলা বৈশাখে বাঙালি সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা একত্রিত হয়ে আনন্দের স্রোত সৃষ্টি করে, মানুষের মনকে করে উজ্জীবিত।

বাঙালির নববর্ষ শুধুমাত্র একটি বছর শেষে নতুন বছরের সূচনা নয়, বরং একটি সার্বজনীন আনন্দের উপলক্ষ। নানা পেশার মানুষের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি এবং অংশগ্রহণের মাধ্যমে পহেলা বৈশাখ বাঙালি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির একটি উজ্জ্বল প্রকাশ হয়ে উঠে। বাংলা নববর্ষ বাঙালির প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রধান উৎসব। প্রতি বছর পহেলা বৈশাখ উৎসাহ, আনন্দ ও ঐক্যের প্রতীক হিসেবে উদযাপিত হয়। পহেলা বৈশাখ উদযাপনকে কেন্দ্র করে বাঙালি সমাজের প্রতিটি পেশার মানুষ নিজেদের মতো করে প্রস্তুতি নেন। অংশগ্রহণ করেন নববর্ষের নানা আয়োজনে। নববর্ষের ভাবনা, আয়োজন এবং আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ তাদের জীবনকে আরও প্রাণবন্ত করে, সামাজিক সম্পর্ক ও বন্ধনকে করে আরও দৃঢ়। তারই প্রকাশ ঘটেছে দেশ-বিদেশে অবস্থিত বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার বাঙালিদের অভিব্যক্তিতে। বাঙালির ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও চেতনার প্রকাশ ঘটাতে আবার দুয়ারে এসেছে পহেলা বৈশাখ। উচ্ছ্বসিত বাঙালি মন তাই গেয়ে উঠছে, “এসো হে বৈশাখ, এসো, এসো”।

[গাইবান্ধা শহরের পুরনো পাইকারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স ঢাকেশ্বরী ভান্ডারের ম্যানেজার দীপক কুমার সাহা পহেলা বৈশাখে এখনও হালখাতা পালনের ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন।]

“৮৭ বছরের প্রতিষ্ঠান। আমরা হালখাতা এখনো করে যাচ্ছি। পহেলা বৈশাখে আমরা দোকান সাজাই। হালখাতার নিমন্ত্রণ কার্ড গ্রাহকদের পাঠাই। গ্রাহকদের মিষ্টি খাওয়ানো হয়, শুভেচ্ছা বিনিময় হয়। তবে এই দিনটি আর আগের মতো নেই। মানুষের সাড়া কম। ফসলের সাথে হালখাতার সম্পর্ক থাকায় ঋতু পরিবর্তনের কারণে মানুষ এখন হালখাতা করতে চায় অন্য সময়ে; ফসল উঠার পর। তবে আমরা এটি ধরে রেখেছি। কিন্তু পুরনো হিসাব এখন আর পুরোপুরি চুকিয়ে যায় না। বছর গত হয়ে নতুন বছর আসে। বাকীর খাতাটা বাকীই থেকে যায়।”

[আ.ন.ম আসাদুজ্জামান জুয়েল গাইবান্ধা পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী। সরকারি দায়িত্বের পাশাপাশি তিনি পহেলা বৈশাখে আয়োজিত বিভিন্ন উৎসবকে নববর্ষের প্রতি সম্মান জানানোর একটি সুযোগ হিসেবেও দেখেন।

“পহেলা বৈশাখের দিন আমরা সরকারি ভবনগুলোকে সাজাই এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করি। বিভিন্ন আয়োজনে নানা শ্রেণীপেশার মানুষের যে আনন্দঘন অংশগ্রহণ, তা সত্যিই বাঙালি সংস্কৃতির একটি বড় অর্জন। এই দিনটি আমাদের জন্য বাংলা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধারন ও সম্মান জানানোর একটি বড় সুযোগ।”

[সঙ্গীতশিল্পী সোমা সেন পহেলা বৈশাখকে দেখেন একটি সাংস্কৃতিক উদযাপন ও নিজের শিল্পসাধনা প্রকাশের বিশেষ দিন হিসেবে। তিনি সংগীতের মাধ্যমে উৎসবের আবহ ও বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে প্রাণবন্ত করে তোলেন।]

“নববর্ষের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ঐতিহ্যবাহী গান, যেমন রবীন্দ্রনাথের "এসো হে বৈশাখ", নজরুলের "ওই নতুনের কেতন ওড়ে", বা আধুনিক বৈশাখী গান (যেমন ফিডব্যাকের "মেলায় যাই রে") পরিবেশন উৎসবের আমেজকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। পাকিস্তান আমলে রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধের বিরুদ্ধে ছায়ানটের শিল্পীরা নববর্ষের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র সংগীত গেয়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করেছিলেন। নববর্ষের প্রথম প্রহরে শিল্পীরা যখন ‘এসো হে বৈশাখ’ গানটি গেয়ে ওঠেন, তখন তা কেবল একটি গান নয়- এটি বাঙালির হাজার বছরের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি। তাই গান শুধু গান নয়, গান বাঙালির আবেগ, সংগ্রাম ও উৎসবের ধারক।”

[এসকেএস স্কুল অ্যান্ড কলেজের উপাধ্যক্ষ ড. অনামিকা সাহা একজন শিক্ষানুরাগী ও সংস্কৃতিমনা শিক্ষক। তিনি বিশ্বাস করেন, পহেলা বৈশাখ আমাদের সংস্কৃতির শিকড়ে ফিরে যাওয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ।]

“বাঙালির একটি সর্বজনীন প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ। বর্ষবরণ অনুষ্ঠান বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতীক। এটি শুধু একটি উৎসব নয়, বরং আমাদের ঐক্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক। সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ছোটবেলা থেকেই দেখে এসেছি গ্রামে বড় মেলার আয়োজন হয়, ব্যবসায়ীরা হালখাতা করে। গ্রামের মানুষের বিশ্বাস, নতুন বছরের শুরুটা শুভ হলে সারা বছর ভালো কাটবে- এই বিশ্বাসও দিনটিকে মহিমান্বিত করেছে। আমাদের ছাত্রছাত্রীরাও নানা আয়োজনে পহেলা বৈশাখ উদযাপনের মধ্য দিয়ে বাংলা নববর্ষের ঐতিহ্য সমুন্নত রাখছে।”

[মো. জয়নাল আবেদিন পেশায় একজন দিনমজুর। তিনি যমুনা নদীর তীরবর্তী কামারজানি ইউনিয়নে বসবাস করেন। দৈনিক পরিশ্রম তার জীবনের নিয়মিত সঙ্গী হলেও পহেলা বৈশাখ তার জন্য বিশেষ একটি দিন।]

“আমার জন্য পহেলা বৈশাখ মানে একটু বিশ্রাম আর আনন্দ। সারাবছর কঠোর পরিশ্রমের পর এই দিনটাতে আমি পরিবার নিয়ে সময় কাটাই। গ্রামে মেলা হয়। সেখানে গিয়ে ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঘুরি। নতুন বছর মানেই বড় প্রত্যাশা, নতুন কাজের আশা।”

[হোসনে আরা বেগম একজন দক্ষ বাটিক শিল্পী এবং এসকেএস ফাউন্ডেশন-এর প্রকল্প অংশগ্রহণকারী একজন জয়িতা। তার হাতেই তৈরি হয় লাল-সাদা রঙে রাঙানো বৈশাখী পোশাক।]

“বাংলা নববর্ষে পোষাকের থিম হলো "লাল-সাদা" রঙের কম্বিনেশন, ফুল-পাখির নকশা বা প্রকৃতি-ভিত্তিক ডিজাইনের পোশাক। এই দিনে মানুষ ঐতিহ্যবাহী পোশাক শাড়ি এবং পাঞ্জাবি পরতে পছন্দ করে। এই বিষয়টি মাথায় রেখে আমি পোষাক ডিজাইন করি, তাতে নতুনত্বের ছোঁয়া দেওয়ার চেষ্টা করি। দোকানের পাশাপাশি বৈশাখী মেলায়ও স্টল সাজিয়ে পোষাক বিক্রি করি। এই দিনটি ও দিনটির পোষাক তৈরিতে আমাকে আলাদা করে ভাবতে হয়। এই ভাবনাটাই আমার কাছে আনন্দের।”

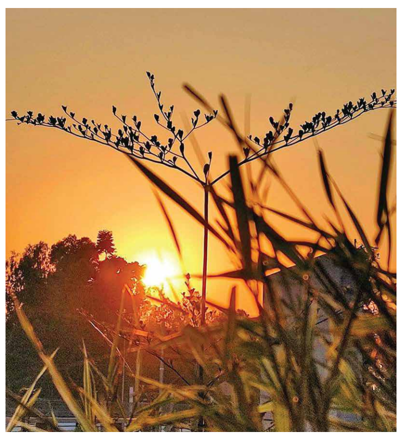

[আনোয়ার হোসেন একজন শোলা-সামগ্রী প্রস্তুতকারী। ঢাকায় ও গাইবান্ধায় তার ব্যবসা রয়েছে। তিনি শোলা দিয়ে মুখোশ, ঘুড়ি, ঢোল, কুলা ইত্যাদির অবয়ব নির্মাণ করেন। দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে তিনি এই ব্যবসা ও কাজ করছেন।]

“আমার শিল্পকর্মের স্থান সবচেয়ে বেশি দেখা যায় মঙ্গল শোখাযাত্রায়। শোলা হাল্কা হওয়ায় মঙ্গল শোভাযাত্রায় এটি বহনে সুবিধা রয়েছে। তাই বৈশাখ এলেই আমার মনে আসে আলাদা আনন্দ। আমি যখন শোলা কেটে মানুষসহ বিভিন্ন জীবজন্তু ও জিনিষের অবয়ব দেই, আর রঙ-তুলির ছোঁয়ায় গড়ে তুলি পহেলা বৈশাখের হাসিমুখ, তখন আমার প্রতিটি কাজই যেন হয়ে ওঠে বাংলার প্রাণের প্রতিচ্ছবি। শুধু শিল্প নয়, এ যেন আমার আত্মার উচ্ছ্বাস।”

[দিনাজপুর জেলার কাহারোল উপজেলার উচিৎপুর গ্রামে সিসিলিয়া নূপুর গাইন ২০১৮ সাল থেকে রূপচর্চার কাজ করছেন। তার প্রতিষ্ঠিত ‘রুপসী বিউটি পার্লার’টি এখন এলাকার মেয়েদের সাজগোজের আস্থার জায়গা হয়ে উঠেছে। পহেলা বৈশাখে নারীদের সাজের চাহিদা বেড়ে যায়। সেই প্রস্তুতিতে তিনিও থাকেন ব্যস্ত।]

“পহেলা বৈশাখ মানে শুধু উৎসব নয়, নিজেকে নতুন করে গড়ে তোলার দিন। এই দিনে বাংলার প্রতিটি মানুষ নিজের সৌন্দর্যকে সাজিয়ে তোলে আত্মবিশ্বাসে। আর আমি, একজন বিউটিশিয়ান হিসেবে, সেই আত্মবিশ্বাসের গল্পে রঙ ছোঁয়াই।”

[কুমারী প্রার্থনা রাণী একজন ক্ষুদে শিক্ষার্থী। বৈশাখ মানেই তার কাছে উৎসব, আনন্দ আর নতুন আশার দিন।]

“পহেলা বৈশাখ আমার কাছে খুবই আনন্দের দিন। স্কুলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়, আমরা সবাই মিলে গান গাই, নাচি। বাড়িতে মা পান্তা-ইলিশ বানান, আর বাবা নতুন জামা কিনে দেন। এই দিনে আমি নতুন বছরে ভালো ফলাফলের জন্য প্রতিজ্ঞা করি।”

[ডা. এসি সাহা, এসকেএস হাসপাতালের পরিচালক। একজন চিকিৎসক হিসেবে তিনি বৈশাখের উৎসবেও মানুষের পাশে থাকার প্রস্তুতি নেন সবসময়।]

“পহেলা বৈশাখ শুধু একটি উৎসব নয়, এটি একটি নতুন জীবনের বার্তা। সুন্দর ও আনন্দময় জীবন আমাদের কাম্য। এই জন্য সবাইকে স্বাস্থ্য সচেতন থাকা খুবই দরকার। কারণ স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। মানুষের কাছে স্বাস্থ্য বার্তা পৌঁছে দেওয়া দরকার। একজন ডাক্তার হিসেবে আমি সবসময় প্রস্তুত থাকি যেন মানুষের আনন্দে কোনো অসুখ বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। নববর্ষে সবার সুস্থতা ও সুস্বাস্থ্যই আমার প্রথম অঙ্গীকার।”

[হিমেল রায় একজন ছাত্র। ফটোগ্রাফিকে ভালোবেসে তিনি তিস্তা ব্যারাজে আগত দর্শনার্থীদের ছবি তোলেন; বিশেষ করে উৎসবের দিনে।]

“পহেলা বৈশাখের দিন আমি বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও মেলায় গিয়ে ছবি তুলি। এই দিনের রঙ, উৎসবের আমেজ, এবং মানুষের আবেগ-অনুভূতি ক্যামেরায় বন্দি করার চেষ্টা করি। এটি আমার জন্য সৃজনশীল কাজের বড় সুযোগ। সাথে বাড়তি পাওয়া নববর্ষ উদযাপনের আনন্দ-উচ্ছ্বাস উপভোগ।”

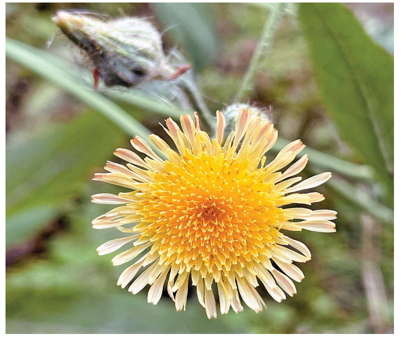

[গাইবান্ধা শহরের ডিবি রোডে অবস্থিত ‘মা মিষ্টান্ন ভান্ডার’ এর ম্যানেজার মো. আতিকুর রহমান পহেলা বৈশাখকে ব্যবসায়িক দিক থেকে আনন্দের দিন মনে করেন।]

"পহেলা বৈশাখ মানেই উৎসবের ভিড়ে মিষ্টির রাজত্ব। এই দিনটা শুধু ব্যবসা নয়, স্বাদেরও বটে। প্রতিটি রসগোল্লা আর সন্দেশে থাকে বাঙালির আনন্দের স্বাদ। বিক্রিও হয় দেদারছে। আমরাও খুশি।”

[দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলার এক গ্রামের বাজারে দীর্ঘ ১০ বছর ধরে স্যালুন ব্যবসা করছেন শ্রী সুশীল চন্দ্র শীল। পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে তার দোকানে আলাদা প্রস্তুতি ও কর্মব্যস্ততা দেখা গেল।]

“পহেলা বৈশাখ এলে আমার দোকানে যেন উৎসব নামে। চুল কাটার ভিড়ে দিন-রাত এক হয়ে যায়। আয়ও বাড়ে, আনন্দও। নতুন বছরের প্রথম দিনে সবাই চায় নতুন লুক, আর আমরা সেই বদলের সাক্ষী হই। সপ্তাহখানেক আগে থেকেই দোকানে প্রচুর ভীড় লেগে যায়। সিরিয়াল ধরে মানুষকে বসিয়ে রাখি। দিনটিকে কেন্দ্র করে আমার প্রস্তুতি নিতে হয়। শহর থেকে দোকানের সওদাপাতি নিয়ে আসি; বেশ কয়েকটি কাচি আগে থেকেই ধার দিয়ে রাখি। এই সময়টাতে কাজের ভীড়ে আমি আরাম-আয়াশের সময় পাই না। শরীরে কষ্ট হলেও, মনে আনন্দ লাগে। পহেলা বৈশাখে দোকান বন্ধ রাখি, পরিবারের সবাইকে নিয়ে মেলায় ঘুরতে যাই।”

শুভ নববর্ষ ১৪৩২

বিশেষ ক্রোড়পত্র | **১লা বৈশাখ ১৪৩২** | **SKS এসকেএস ফাউন্ডেশন**

[পরিতোষ চন্দ্র বর্মন একজন কৃষক। তিনি গাইবান্ধার সদর উপজেলার রামচন্দ্রপুর ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর গ্রামের বাসিন্দা। কৃষিকাজই তার জীবনের মূল অবলম্বন। তাই বৈশাখ তার জীবনে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।]

"বৈশাখ মাস আমার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই মাসে আমি একটি ফসল তোলার পর আরেকটি ফসলের জন্য জমি প্রস্তুত করি। তবে বৈশাখ মাস তার চরিত্র হারিয়েছে। এখন আর আগের মতো বৈশাখে বৃষ্টি পাওয়া যায় না। জমির অবসর ও উর্বরতা দুটোই আর আগের মতো নেই। এখন একটির পর আরেকটি আবাদ করি সারের মাধ্যমে। তা যাই হোক, বৈশাখের প্রথম দিনটি আমি উপভোগ করি। গ্রামে মেলা বসে, গান-বাজনা হয়। আমি সেখানে আমার পরিবারকে নিয়ে যাই। আমরা নতুন পোষাক পরে নতুন ধানের পান্তা ভাত খাই।"

[দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলার তারাগাও ইউনিয়নের ছাতইল গ্রামের বাজারে মো. তবির আলীর ছোট্ট একটি মুদি দোকান। গ্রামীণ সমাজে হালখাতা একটি পুরনো প্রথা হলেও তিনি এখন আর তা পালন করেন না।]

"আগে নিয়মিত দাওয়াত কার্ডের মাধ্যমে হালখাতা করতাম। দেনাদারদের দাওয়াত দিতাম। তারা আসত এবং দেনাপাওনা বুঝিয়েও দিত। এখন দাওয়াত দিলেও তারা আসে না। তাই আমিও আর হালখাতা করি না।"

[২৩ বছর ধরে গাইবান্ধা শহরে ফুলের ব্যবসা করছেন নয়ন কুমার সরকার। বৈশাখ এলেই তার ব্যস্ততা বহুগুণ বেড়ে যায়।]

"পহেলা বৈশাখ এলেই আমাদের ব্যস্ততা বাড়ে, বাড়ে লাল-সাদা ফুলের চাহিদা। তবে নববর্ষকে কেন্দ্র করে আগে যে ফুলের ব্যবসা হত, তা এখন আর হয় না। বরং বিয়ে, জন্মদিন ও অন্যান্য উৎসবে মানুষ এখন ফুল বেশি কিনছে। তারপরও নববর্ষের ভোরে যখন শহরের রাস্তাগুলো গাঁদা আর জবার সুবাসে ভরে ওঠে, তখন মনে হয় আমরা ফুলব্যবসায়ীরা শুধু ফুল বিক্রি করি না– আমরা বিক্রি করি উৎসবের রং, সুবাস এবং নতুন বছরের আশার বার্তা।"

[অপূর্ব সাহা ব্র্যাক-এ কর্মরত একজন উন্নয়নকর্মী। তিনি বিশ্বাস করেন পহেলা বৈশাখ কেবল উৎসব নয়, বরং সামাজিক সংহতির একটি প্ল্যাটফর্ম।]

"পহেলা বৈশাখ সব বয়স, ধর্ম ও শ্রেণীর মানুষকে একত্রিত করে, যা সামাজিক সম্প্রীতি বাড়ানোর শক্তিশালী মাধ্যম। এছাড়াও, এই উৎসব স্থানীয় অর্থনীতিকেও গতি দেয়, মেলার মাধ্যমে স্থানীয় পণ্যের বিক্রি বাড়ে, যা ব্যবসায়ীদের জন্য ইতিবাচক।"

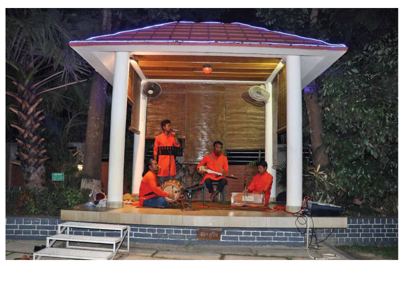

[মনমোহন পাল, একজন মৃৎশিল্পী। তিনি গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলার বাদিয়াখালী ইউনিয়নের গোয়াইল বাড়ী গ্রামের বাসিন্দা। নিয়মিত কাজের পাশাপাশি তিনি বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রার জন্য মুখোশ, মাটির ঢোল, ঘোড়া ও বিভিন্ন সাজসজ্জার সামগ্রী তৈরি করে উৎসবে প্রাণবন্ত আবহ যোগ করেন।]

"নববর্ষের সময় নতুন মাটির জিনিস কেনার রীতি রয়েছে, যা সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রায় আমাদের তৈরি মাটির মুখোশ, মাটির ঢোল, ঘোড়া ও বিভিন্ন সাজসজ্জার সামগ্রী শোভা পায়। শোভাযাত্রার পাশাপাশি মেলায় আমাদের তৈরি মাটির হাঁড়ি-কলসি, ডেকচি, ফুলদানি ও বিভিন্ন শোভাযাত্রার উপকরণ এবং রঙিন মাটির হস্তশিল্পের চাহিদা বেড়ে যায়। তাই সারা বছরের ব্যবসাটা প্রায় এই সময়েই হয়।"

[দেওয়ান ফাহিম হোসেন গাইবান্ধার কমিউনিটি রেডিও 'রেডিও সারাবেলা ৯৮.৮ এফএম'-এ কাজ করেন। সাংবাদিকতার মাধ্যমে তিনি বাংলা সংস্কৃতি ও উৎসবের প্রাণচ্ছবি তুলে ধরেন।]

"নববর্ষের দিনে সকাল থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচারে আমাকে রিপোর্টিং এ থাকতে হয়। এই দিনটাতে একটু অন্যরকম বাঙালি সাজে আমিও সাজার চেষ্টা করি। সর্বজনীন এই উৎসব পালনের সংবাদ প্রচারের বিষয়টিও আমি অনেক উপভোগ করি। এভাবেই কাটে আমার পহেলা বৈশাখ।"

প্রবাসী এক বাঙালি তার শেকড়ের টানকে জিইয়ে রাখেন বৈশাখ উদযাপনের মাধ্যমে।

"বিদেশে থেকেও আমি বাংলা নববর্ষ উদযাপন করি। প্রবাসী বাঙালিদের সাথে মিলে আমরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করি। নতুন পাঞ্জাবি, একটু ভোরের হাওয়া, বন্ধুদের শুভেচ্ছা– সব মিলিয়ে মনটা একেবারে বাংলায় ভেসে থাকে। নতুন বছর মানেই নতুন করে বাংলার সংস্কৃতিকে ধারণ করার প্রতিজ্ঞা।"

নিজে খেয়ে যান, বাসার জন্য নিয়ে যান, ধন্যবাদ
তিস্তা চটপটি হাউজ

[তিস্তা ব্যারাজ এলাকার মো. এরশাদ আলী পেশায় একজন ফুচকা বিক্রেতা। বৈশাখে তার বিক্রি যেমন বাড়ে, তেমনি অভিজ্ঞতাও হয় রঙিন।]

"বাংলা নববর্ষে ফুচকা বিক্রির প্রস্তুতি শুরু করি আগেই। নতুন বছরের প্রথম দিনটিতে বিক্রি অনেক বেড়ে যায়। আমার ফুচকায় নতুন বছরে মুখরোচক আনন্দ আসে সবার মুখে। এটি শুধু ব্যবসা নয়, একটি আলাদা আনন্দ-অভিজ্ঞতা, যা আমি নিজেও বেশ অনুভব করি।"

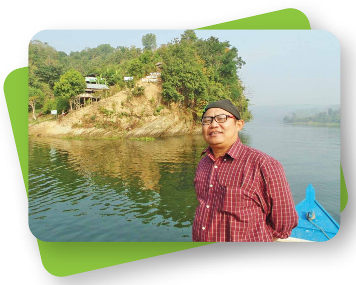

[বিপ্লব চাকমা, জন্ম রাঙামাটির নানিয়ারচরে। দেশ-বিদেশে লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়ে তিনি এখন একজন উন্নয়নকর্মী। রাঙামাটি শহরে বসবাস। অবসরের সময়গুলো কাটে লেখালেখিতে। লেখালেখির একটা বড় অংশ দখল করেছে কবিতা। প্রকাশও হয়েছে বিভিন্ন ভাষায়। বিপ্লব চাকমার জীবনের পথচলা, কর্ম এবং চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয় তাঁর সৃষ্টিশীলতায়।]

স্বপ্নশিখর

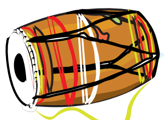

চৈত্র ও বৈশাখের সংযোগ
তারপর সমতল কিংবা পাহাড় জেগে উঠে নতুন রুপে
পাহাড় উচ্চারণ করে নীরব অন্তর্গাথার মন্ত্র
যদিও মাঝে মাঝে তার নিঃশ্বাসে বয়ে যায় এক জাগ্রত শূন্যতায়
সবুজের গহনে গাঢ় ছায়ায় চিত্রিত জীবনের স্তোত্র
ঝরনার স্রোতে বাজে মুক্তির অলজ্ঘ্য সুর
কিংবা বৈশাখের উচ্ছ্বাসে ছড়ায় জীবনের অনন্ত সংকল্প
নবান্নের ধূপকণা মিশে যায় আকাশের গভীরে
চাকমার বিজু, মারমার সাংগ্রাই, ত্রিপুরার বৈসুকে মিলে
গড়ে তোলে অন্তর্নিহিত এক কাব্যিক চক্র।

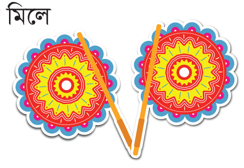

পাহাড়ের অপরিসীম সবুজে জমে থাকে ইতিহাস
তার প্রতিটি বাঁকে প্রতিধ্বনিত হয় স্মৃতির ঘূর্ণি
পনেরোটি জনগোষ্ঠীর নামহীন কাহিনিরা
পাথুরে শিখরের স্তরে স্তরে তৈরি করে অনির্বচনীয় ছবি
বম, ম্রো, ত্রিপুরা, লুসাই–
তাদের সংস্কৃতি গেঁথে দেয় এক মহাজাগতিক সেতু
যেখানে মানুষ মুছে ফেলে বিভেদের ছায়া
পাহাড়ের গহ্বরে অদেখা জীবনের আভা
যেখানে বিগত দিনের কান্নারও থাকে পবিত্র সংগীত।

পুরানো বছর বিদায়ের সাথে বয়ে যায় এক গোপন সমাধি
যুদ্ধ, হানাহানি, লোগাংয়ের মতো বেদনার স্মৃতি
তবু বৈশাখ আসে তার প্রাচীন প্রতিশ্রুতি নিয়ে
নতুন আলোর উষ্ণ ছোঁয়ায় ভরে তোলে শূন্য হৃদয়
নতুন বছর বরণ করে পাহাড়ের প্রতিটি কোণ
অতীত ভুলে গিয়ে, মানুষ ও প্রকৃতি মিলেমিশে বুনে
নতুন জীবনের রঙিন স্বপ্ন।

বৈশাখের স্বপ্নের হাওয়ায় ভেসে আসে অদৃশ্য স্তবগান
গভীরতায় মিশে থাকা অমৃতস্বাদ
সংস্কৃতিরা ফুলের মতো প্রস্ফুটিত হয়
শিকড়ের গভীর থেকে
পাহাড়ের প্রতিটি পাথর চুম্বনে ভরে রাখে জীবনগাথা
তবু পাহাড় জানে শুধুমাত্র অগ্রযাত্রার কথা–
নতুন সূর্যের আলোয় সে খুলে দেয় জীবনের গূঢ় দ্বার।

সবুজ গহনতা তার গানে জীবনের ইশারা দেয়
তার প্রতিটি স্তরে অনাবিল মৃত্যুর রহস্য লুকিয়ে রাখে
পাহাড় কথা বলে, তার গভীরতা জাগায় অনন্ত ভাবনামালা
উৎসবের আলোয় মিলে যায় মানুষ আর প্রকৃতি
সংস্কৃতির অপরূপ সীমানায় প্রস্ফুটিত হয়
এক মহাজাগতিক জীবন
স্বপ্নশিখরে সমর্পিত হয় একতার চিরন্তন ছন্দ।

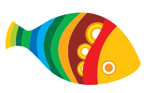

১১-০৪-২০২৫ খ্রি.

পরিশেষে, পহেলা বৈশাখ বাঙালির একটি সাংস্কৃতিক উৎসব। বাংলা বর্ষবরণ সর্বোস্তরের বাঙালিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে এবং মানুষের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। নানা পেশার মানুষ তাদের প্রস্তুতি ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পহেলা বৈশাখকে স্বতন্ত্রভাবে পালন করে। বর্ষবরণের নানা উদযাপন দেশের সামাজিক ঐক্য এবং সংস্কৃতির সমৃদ্ধি নির্দেশ করে। পরিবারে, পাড়ায়-মহল্লায়, গ্রামে-গঞ্জে দলবেধে, একত্রিত হয়ে নানান আয়োজনে পহেলা বৈশাখ উদযাপন বাঙালির সামাজিক বন্ধনের দৃঢ়তার পরিচায়ক। নতুন বছরে সবার জন্য ভালোবাসা, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা- আন্তরিকতারই বহিঃপ্রকাশ; বাঙালির ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির গর্বিত প্রমাণ।

[দিদারুল ইসলাম একজন রিক্সাচালক। গত দুই বছর ধরে নিয়মিতভাবে সকালে তিনি পান্তা ভাত খেয়ে আসছেন।]

"আমার পেটে গ্যাসের সমস্যা হওয়ার কারণে আমি প্রায় প্রতিদিনই সকালে পান্তা ভাত খাই। এতে শরীর ঠান্ডা থাকে, বাইরের গরম তেমন একটা লাগে না। এই ধারণা থেকেই আমি গত দুই বছর ধরে নিয়মিত পান্তা খাই। তাই আমার প্রতিদিনই যেন পহেলা বৈশাখ।"

[কঙ্কন সরকার একজন সাহিত্যপ্রেমী লেখক ও সংস্কৃতিমনস্ক সংগঠক। মেলাকে তিনি শুধু একটি আয়োজন নয়, বরং মানুষের মিলনের এক অসাধারণ ক্ষেত্র হিসেবে দেখেন।]

"মেলা আমায় টানে। মেলায় গেলে অন্যরকম একটা অনুভূতি কাজ করে। আনন্দ পাই। পেয়ে যাই মানুষের সম্মিলন। কত রকমের, কত ধরনের মানুষ মেলায় আসে! হরেক পোশাকে, নানান সাজে ছোট-বড় নানান বয়সী মানুষের যেন মিলনমেলায় পরিণত হয় মেলা। নতুন নতুন জিনিস যেমন, কাঁচামিঠা আম, কাঁচা খেজুর, খোরমা, দই, কানমুচরি, ঘুড়ি, বড় মাছ, মাটি-বাঁশ-লোহা-কাঠের প্রচলিত ও ব্যতিক্রমধর্মী জিনিসপত্রে ভরে যায় মেলার পসরা। বিচিত্র ধরনের খাবারের সাথে পাঁচ টাকায় পাঁচ মিষ্টি পাওয়ার মত কৌতূহল জাগানো জিনিস মিললে আশ্চর্য লাগে না! মেলায় কেনা রঙিন চশমা চোখে, বেলুন-বাঁশি ফুঁকোতে ফুঁকোতে কিংবা টরটরি শব্দে খেলনা গাড়ি টানতে টানতে যখন ছোটরা চলে, কী যে অনুভূতি জাগে!"

[রাঙামাটি জেলার বাসিন্দা ললিত সি চাকমা পাহাড়ি জনপদের একজন উন্নয়ন অংশীজন। সমাজ ও সংস্কৃতি উন্নয়নে অগ্রবর্তী চিন্তার একজন নিরলস ব্যক্তি। প্রকৃতির সাথে তাঁর নিবিড় সান্নিধ্য, অন্যান্যদের প্রকৃতিমুখী হতে উৎসাহ যোগায়।]

"বাংলা নববর্ষ আবহমান বাংলার সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যর অংশ। শুধুমাত্র হালখাতা সুচনা করণের মধ্যেই নয় বরং বঙ্গকেন্দ্রিক সামগ্রিক জীবনাচারের প্রতিফলন ঘটেছে চৈত্র সংক্রান্তি এবং নববর্ষ উদযাপনের মধ্যেই। এ উৎসবের মধ্য দিয়েই বাংলার পার্বণ সমৃদ্ধতর যেমনটা হয়েছে, একইভাবে পাহাড়ের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের বর্ণাঢ্য সংস্কৃতিরও প্রতিফলন ঘটে এ চৈত্র সংক্রান্তি ও নববর্ষ উদযাপনের মধ্যেই। বাংলার এ জনপদে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য এবং স্বকীয়তা চির জাগরুক থাকুক সে কামনা করি। সবাইকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা!"

[মোর্শেদ উদ্দিন তিস্তা ব্যারাজ এলাকায় হরেক রকমের পণ্যের ব্যবসা করেন। পহেলা বৈশাখ তার ব্যবসার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়।]

"পহেলা বৈশাখের জন্য প্রস্তুতি শুরু করি আগেই, নতুন পণ্য সংগ্রহ, দোকান সাজানো–সবকিছু পরিকল্পিতভাবে করি। এই দিনে মানুষের ভিড় বেশি থাকে, উপহার কিনতে আসে। বাংলার ঐতিহ্যবাহী সামগ্রী দিয়েই আমি দোকান সাজাই।"

[বিষ্ণুরাম দাস গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার একজন পেশাদার পুতুল নাচওয়ালা। পুতুল নাচ বাংলাদেশের গ্রামীণ মেলার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী শিল্প। নানা জায়গার মেলাতে তার ডাক পড়ে, আর তখনই জীবিকা ও আনন্দ একসাথে ধরা দেয় তার জীবনে।]

"মেলা আমাদের জন্য নিয়ে আসে বাড়তি উপহার। কেননা, মেলা এলে আমাদের ডাক পড়ে। পুতুল নাচ বাংলাদেশের মেলার একটি অন্যতম অনুসঙ্গ। আর এ মেলায় পুতুল নাচ দেখানো হয়। ফলে আমাদের কাজ পেয়ে যাই। যাহোক, দুটো পয়সা আসার পাশাপাশি মানুষকে আনন্দ দিতে পারি, এতে আনন্দ পাই আমরাও।"

[বাগেরহাট জেলার মোংলা উপজেলার একটি ছোট্ট গ্রাম, নারিকেল তলা। এই গ্রামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে নারিকেল তলা ব্যাপ্টিস্ট চার্চ। দীপক দাস এই চার্চের বর্তমানে সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন । ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কৃতির সংযোগে তিনি এই দিবসটি উদযাপন করেন।]

"আমার কাছে পহেলা বৈশাখ শুধুই একটি তারিখ নয়, এটি নতুন করে নিজের ভিতরটা পরিশুদ্ধ করার একটি সুযোগ। ধর্ম আর সংস্কৃতির সুন্দর মেলবন্ধনে আমি এই দিবসটি উদযাপন করি গীর্জা ও বাড়িতে। পহেলা বৈশাখ কোনো ধর্মীয় উৎসব না হলেও প্রতি বছর পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে গীর্জায় সকলের মঙ্গল কামনা করে বিশেষ প্রার্থনা রাখা হয়। আমার জীবনে নতুন একটি বছর দেওয়ার জন্য সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানাই। নতুন বছরে নতুন হয়ে নতুন করে সৃষ্টিকর্তাকে পাওয়াই আমার কাছে পহেলা বৈশাখ। প্রার্থনার পাশাপাশি এইদিন বাড়িতে পরিবার পরিজনদের নিয়ে শখ করে পান্তা ভাত খাই আর বিকেল বেলায় এলাকায় মেলায় ঘুরতে যাই।"